ঈদে মীলাদুন্নাবী

পরিচয়

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

ঈদে মীলাদুন্নাবী

পরিচয়

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা
প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা

www.downloadbdbooks.blogspot.com

ঈদে মীলাদুন্নাবী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রকাশক : আবুদল্লাহ ও আম্মার

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১১ইং
সফর ১৪৩২হিঃ

শব্দ বিন্যাস ও প্রচ্ছদ ডিজাইন :
আবদুর রহমান শেখ
৫৮/১ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০
মোবাইল ০১১৯১-৩১১৯৪৭

মুদ্রণ : কালার হাউস
২৭০/১ ফকিরাপুল, ঢাকা
মোবা : ০১৯১১-৪৯৩৫৯৮

বিষয়সূচী : পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গ কথা : ৩
ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয় : ৪
ঈদে মীলাদুন্নাবী এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ৪
সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন : ৫
একটু চিন্তা করুন : ৬
ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে যা হয়ে থাকে : ৬
সংশয় ও তার জবাব : ৮
কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত : ১২
উপসংহার : ১৬

বিনিময় মূল্য : ২০/- টাকা মাত্র

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

প্রসঙ্গ কথা :

মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় তারা যেন আজ দ্বীন ধর্মকে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। রামাযান মাস চলে গেলে মাসজিদের নামাযীও চলে যায় এবং দান-খয়রাতের হাতও ছোট হয়ে আসে। আর যারা বিত্তবান তারাতো অপেক্ষা করেন হাজ্জ মৌসুমের, সারাটি জীবন নামায-রোযা, হালাল-হারাম, হক-নাহক কোন কিছুর খবর নেই শুধু অপেক্ষায় সেই হাজ্জ অনুষ্ঠানের কবে তা সম্পাদন করে নামের সাথে আলহাজ্ব কথাটি যোগ করা যায়! এসব হলো সাধারণ কথা, কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে যেন আরেক রব উঠেছে, সাধারণ বেশে আর ইবাদাত হয় না, শুরু হয়েছে যাকজমক ও চমকের ফ্যাশান, কে কত যাকজমকের সাথে ইবাদাতের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে এরই প্রতিযোগিতা। ভেবে দেখলাম না এ ইবাদাত রাসূল ﷺ কর্তৃক- প্রবর্তিত না অন্য কোন কেন্দ্র হতে সাপ্লাই হচ্ছে?

হিজরী সনের সফর মাসের শেষে রবিউল আওয়াল মাস আসতেই শুরু হয় আরেক অদ্ভুত কাণ্ড, এক শ্রেণীর মুসলমান তারা যেন ইবাদাতের মাস হিসাবে শুধু এ মাসটি কেই চেনে, শুধু তাই নয় বরং তাদের তথাকথিত মরিচা পূর্ণ ধ্যান-ধারণায় এ মাসটিই হলো ইবাদাতের সবচেয়ে বড় মৌসুম। এমনকি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক ঘোষিত মুসলমানদের একমাত্র দু'টি ঈদ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাও তাদের কাছে হার মেনেছে। তইতো তাদরে ঘোষিত ও লিখিত শ্লোগান " সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মীলাদুন্নাবী। (নাউযুবিল্লাহ) ভারতীয় উপমহাদেশে এক শ্রেণীর মুসলিমদের কাছে ১২ই রবিউল আওয়াল এলে শরু হয়ে যায় এক এলাহী কাণ্ড। অথচ আমরা যদি স্মরণ করি সেই মাক্কা-মদীনার কথা যেখানে নাবী ﷺ এর জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং যেখানে তিনি সমাধিত হয়েছেন। আমি যখন মদীনায় ছিলাম এবং মাসজিদে নববীতে বিশ্ব বরেণ্য আলিম সমাজের প্রদত্ত খুৎবা স্বদেশী বাংলাভাষী ভাইদের মাঝে অনুবাদ করে শুনাতাম এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে আলোচনা রাখতাম, তখন শ্রোতাদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিত – এ কি আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে ১২ই রবিউল আওয়াল, শবে বরাত ও শবে মিরাজ ইত্যাদি দিনগুলো আসলে কতই না ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা দেখতে পেতাম, কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে ঐসব করা হত তাঁর দেশে বা তাঁর মাসজিদে কিভাবে সে দিনগুলো চলে যায় তা টেরই করতে পারি না? সেসব প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দেয়ার চেষ্টা করতাম, বলতাম যে, ঐসব হলো আমাদের দেশের তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্মের ইবাদাত, আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ধর্মের ইবাদাত নয়। যদি তাঁর ধর্মে থাকত তাহলে অবশ্যই এখানে সর্বাগ্রে পালন করা হত।

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! আসুন আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে "ঈর্দে মীলাদুন্নাবী" এর পরিচয়, উৎপত্তি-ইতিহাস ও বিধান জেনে নেই এবং সঠিক পথে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয়

"ঈদে মীলাদুন্নাবী" একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। এ নামটি তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, শব্দ তিনটি হল : عيد (ঈদ), ميلاد (মীলাদ), النبى (নাবী)।

عيد (ঈদ) শব্দটির শাব্দিক অথ হল- বারংবার ফিরে আসা, সমবেত হওয়া, আনন্দ উৎসব ইত্যদি।

পরিভাষায় ঈদ এর সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন :

العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك .

"ঈদ হচ্ছে এমন সাধারণ সমাবেস যা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে। বছর ঘুরে আসে, সপ্তাহে আসে অথবা মাসে আসে।[১]

এ ঈদ সময় কেন্দ্রীক, আবার স্থান কেন্দ্রীকও হয়ে থাকে।

ميلاد (মীলাদ) অর্থ জন্ম বা জন্ম কাল, আর النبى (নাবী) শব্দটি আরবী হলেও তা সকল মুসলিমের বোধগম্য। উদ্দেশ্য হল নবী মুহাম্মাদ ﷺ। সুতরাং "ঈদে মীলাদুন্নাবী" এর অর্থ হল : নাবীর জন্মে খুশি বা উসৎব। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্ম উপলক্ষে যে আনুষ্ঠানিকতা বা ঈদ উৎসব পালন করা হয় তাকে "ঈদে মীলাদুন্নাবী " বলা হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে, "ঈদে মীলাদুন্নাবী" এর উৎপত্তি কখন হতে?

ঈদে মীলাদুন্নাবী এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

"ঈদে মীলাদুন্নাবী" এ জাতীয় অনুষ্ঠানাাদির ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসে খুজে পাওয়া যায় না, তবে ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যায় প্রাক ইসলামী যুগেও এ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল, যেমন- গ্রীক, ইউনান, ফিরায়ানা ইত্যাদি

[১] আল আ'ইয়াদ ওয়া আসারুহা আলাল মুসলিমিন- ২১ পৃঃ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

সভ্যতায় তারা স্বীয় দেবতার অনুষ্ঠান উদযাপন করত। তাদের থেকে গ্রহণ করেছে তাদের পরবর্তী খ্রীস্টান সম্প্রদায়। যাদের কাছে বড় ঈদ হল তাদের নাবী জন্মোৎসব পালন করা। খ্রীস্টানদের জন্মোৎসব বা বড় দিবসের অনুষ্ঠান শুধুপ্রাক ইসলামেই পালন করা হত না বরং আজও হয়ে চলছে, সেখান থেকেই অনুসৃত হয়ে এক শ্রেণীর মুসলিম সমাজে এসেছে। এখন প্রশ্ন হল কখন থেকে মুসলিম সমাজে এ অনৈসলামিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটল এবং কার মাধ্যমে ঘটল?

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন :

ঈদে মীলাদুন্নাবী এর পক্ষে ও বিপক্ষে সকল আলিম সমাজ একমত যে, এ মীলাদুন্নাবীর উৎসব নাবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের মাধ্যমে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে অবশ্যই সে উত্তম যুগসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পরই এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কোন সময় এবং কার মাধ্যমে এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটল এ নিয়ে ইসলামী পন্ডিতগণ দু'টিমত ব্যক্ত করেছেন :

এক : হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের মনিষীগণ সর্বপ্রথম মিসরে ফাতেমী সম্রাজ্যে এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটে। তারা সর্বপ্রথম ছয়জন ব্যক্তির জন্মোৎসব পালন করেন। তারা হলেন :

১. নাবী ﷺ, ২. আলী (রাঃ), ৩. হাসান (রাঃ) ৪. হুসাইন (রাঃ), ৫. ফাতেমা (রাঃ) ৬. তৎকালীন ফাতেমী সম্রাজ্যের খলীফা।

তখন হতে ফাতেমী বা শিয়া সম্প্রদায়ের খলীফা স্বউদ্দোগে জাতীয়ভাবে ছয় জনের জন্মদিবস পালন করতেন।[২]

দুই : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরাকের মাওসুল শহরে তৎকালীন বাদশা আল মুযাফফার এর পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী আলেম ওমার বিন মুহাম্মাদ মল্লা এর পরিচালনায় সর্বপ্রথম নাবী ﷺ এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[৩]

ইমাম আবূ শামাহ (রাঃ) উক্ত দু'টি মতের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন : বস্তুত সর্বপ্রথম যারা এ বিদ'আতের উদ্ভাব ঘটায় তারা হল- ফাতেমী বা শিয়া

[২] দ্রঃ আল খিতাত লিল মাকরীযী- ১/৪৯০-৪৯৯ পৃঃ।
[৩] হাসনুল মাকসাদ লিসসুয়ূতী ৪২ পৃঃ, আল বিদায়া আন নিহায়া- ১৩/১৪৭ পৃঃ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

সম্প্রদায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা মিসরের রাজধানী কায়রোতে এ বিদ'আতের আবির্ভাব ঘটায় অতঃপর সেখান থেকে ফাতেমী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাকের মধ্যে মাওসুল শহরে সর্বপ্রথম বাদশা মুযাফফার এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিদআত চালু হয়। যদিও অন্যাঞ্চলে তা আগেই উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু ইরাকে সওমুল শহরে তার মাধ্যমেই প্রথম চালু হয়।[৪]

একটু চিন্তা করুন :

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন যে কাজটি নাবী ﷺ এর যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কিরামদের যুগে ছিল না, এমন কি তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও প্রসিদ্ধ ইমামদের যুগেও ছিল না তা কিভাবে ইসলামের ইবাদাত হতে পারে? সত্য ইতিহাস প্রমাণ করছে এ বিদ'আতের উদ্ভব হল নাবী ﷺ এর পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার চারশত বৎসরেরও অনেক পরে। তাই বিদ'আতের সঠিক মাপ কাঠিতে ফেলে একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহা একটি সুন্নি-মুসলিমদের আজীবন শত্রু ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় হতে উদভাবিত এক ভ্রান্ত গুমরাহি বিদ'আত যা নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামদের ধর্মে ছিল না।

আসুন আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এর সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এ প্রচলিত বিদআত নাবী ﷺ এর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যে সব গর্হিত ও ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয় তার সামান্য কিছু লক্ষ করি।

ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে যা হয়ে থাকে :

আমরা জানলাম ঈদে মীলাদুন্নাবী ইবাদাতের নামে একটি নব উদ্ভাবিত বিদ'আত। কিন্তু এটা কি শুধু বিদ'আতের সীমায় সীমিত? না একে কেন্দ্র করে আরো কিছু হয়ে থাকে? উত্তরে নির্বিঘ্নে বলতে পারি যে, এটা স্বীয় সীমায় সীমিত নয়, বরং এ মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে মানুষ লিপ্ত হয় পৃথিবীর বুকে সর্বনিকৃষ্ট ও জঘন্যতম অপরাধে যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ

[৪] আল-বায়িস লিআবী শামাহ- ২৩-২৪ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ (আল আইয়াদ ওয়া আছারুহা আলাল মুসলিমিন- ২৮৬-২৮৯ পৃঃ)।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

"নিশ্চয় আল্লহ্ তা'আলা তাঁর সাথে অংশি স্থাপনের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আর এ অপরাদ ছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার অপরাধ ক্ষমা করেদেন।

এটা শুধু অপরাধ বলেই গণ্য হয় না বরং এ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার অতীতের সর্বপ্রকার সৎকর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং সে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর যদি তারা শির্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের অতীতের সব আমল বিনাশ হয়ে যাবে।" [৬]

নাবী ﷺ এর জন্মবার্ষিকী পালনে মানুষ এমন কর্মে লিপ্ত হয় যা প্রকাশ্য শির্ক যেমন তাদের বিশ্বাস হল নাবী ﷺ মানব নন তিনি নূরের তৈরী, তিনি গায়েব জানেন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত হয়ে থাকেন। এমন কি সে দিশেহারা নির্বোধেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নাবী ﷺ এর কাছেই তাদের ফরিয়াদ পেশ করে, তাঁর কাছে তলব করে সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদিভাবে নাবী ﷺ-কে আল্লাহ্ তা'আলার সমপর্যায় পৌঁছে দেয়।

এ দিশেহারা মুসলিম সমাজের অবস্থা কি সেই ভ্রান্ত খ্রীস্টান বা নাসারাদের মত নয়? যারা তাদের নাবী ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সমপর্যায় পৌঁছে দিয়েছিল। শুরুতেই বলেছিলাম যে, খ্রীস্টানেরা তাদের নাবীর জন্মবার্ষীকি পয়েছে ইউনান গ্রীকদের কাছ থেকে, আর এ শ্রেনীর মুসলিম সমাজ তাদের নাবীর জন্ম বার্ষিকী পেয়েছে সে ভ্রান্ত খ্রীস্টানদের কাছ থেকে, যারা শেষে খ্রীস্টানদের ঈসা (আ.) কে মাবুদ বানানোর মতই রূপ লাভ করেছে। এ জন্যই নাবী মুহাম্মাদ ﷺ স্বীয় উম্মাতকে সতর্কবাণী করেগেছেন চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই। তিনি ﷺ বলেন :

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّـهِ وَرَسُولُهُ

[৫] সূরা নিসা : ৪৮।
[৬] সূরা আনআম : ৮৮।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

"তোমরা আমার ব্যাপারে বারাবারি কর না যেমন খ্রীস্টানেরা ঈসা ইবনে মারইয়াম এর ব্যাপারে (তাকে মাবুদের পর্যায় পৌঁছায়) বারাবারি করেছে, আমি কেবলমাত্র তাঁর একজন বান্দা (আল্লাহর দাস), অতএব তোমরা আমাকে বল আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[৭]

এ ছাড়াও সে সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে যে না'ত ছন্দ ও ছড়া আবৃত্তি করা হয়। সেগুলো অনেকাংশই শির্ক কথাবার্তায় পৌছে যায়, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। অনুরূপ ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে মাজার ও দরগাসমূহে যেসব ওরোসের আয়োজন হয়ে থাকে, সেগুলোতে গহির্ত কার্যকলাপই ভরপুর, সেখানে হল গাজাখোরদের আড্ডা, গান-বাজনার আসর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি। একজন ধর্মপ্রিয় বিবেকবান ব্যক্তির কাজে আর বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কিভাবে এ গর্হিত কাজ ইসলামের ইবাদাত হতে পারে? কিন্তু সমস্যা হল সাধারণ মুসলিম সমাজ তথাকথিত বিদ'আতী আলিম সমাজের ভ্রান্ত বিবৃতির সংশয়েং পরেগেছেন, তাই আসুন কিছু সংশয় নিরসনে যাই।

সংশয় ও তার জবাব :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"প্রতিটি দলই নিজেকে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্য।"[৮]

এটাই হল মানব জাতির স্বভাব, তাই দেখা যায় যাদের ধর্মে বিকৃতরূপ ছাড়া সত্যতার কোন বালাই নেই, সেই ইয়াহুদ-খ্রীস্টানেরাও নিজেদের ধর্মের সঠিকতা দাবী করে এবং সাধারণ-মানুষকে স্বীয় ধর্মে ফিরাতে প্রাণ-পণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি ঈদে মীলাদুন্নাবীর মত বিদআতকে এক শ্রেণীর মানুষ ইবাদাতে পরিণত করার অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে এবং কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা সাথে মিথ্যা ও জাল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে সংশয়ে ফেলেছে। আসুন আমরা সেসব অসারতা ও সংশয়ের নিরসনে যাই।

---

[৭] সহীহুল বুখারী হা/৩৪৪৫।

[৮] সূরা মুমিনুন : ৫৩।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

প্রথম সংশয়

নাবী ﷺ এর মুহাব্বত বা ভালবাসার দোহাই দিয়ে এসব কাজ করা হয় এবং বলা হয় যে, যারা এ মীলাদ পালন করে না তারা নাবী ﷺ-কে ভালবাসে না।

জবাব :

এ সংশয়ের নিরসনে বলতে চাই নাবী ﷺ-কে ভালবাসার অর্থ কি তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা, না প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দীন পালন করা? সঠিক উত্তর হল তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন হল নাবী ﷺ এ ধরণের আনন্দ, উল্লাস ও অনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করার কোন আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন এ মর্মে কোন সঠিক প্রমাণ আছে কি? জাওয়াব : আদৌ নেই। অতঃপর প্রশ্ন হল তথাকথিত ভালবাসার দাবীদাররা নাবী ﷺ-কে বেশী ভালবাসেন, না সেসব সাহাবায়ে কিরাম যাঁরা তাঁর কথায়, আদেশ নিষেধ পালনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁরা বেশী ভালবাসেন? উত্তর হল তাঁরাই (সাহাবাগণই) নাবী ﷺ-কে বেশী ভালবেসেছিলেন যার কোন তুলনা হতে পারে না।

অতএব সাহাবাগণ এ উম্মাতের মাঝে সর্বত্তম নাবীর ﷺ অনুসারী এবং সর্বত্তোম নাবী প্রেমীক হওয়া সত্যেও তারা কি এ জাতীয় মীলাদ মাহফিলের উদযাপন করেছেন? কখনই না। সুতরাং এসব ভালবাসার দাবী প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। বরং যারা এসব বিদআত বর্জন করে চলে তারাই প্রকৃত নাবী-প্রেমিক এবং তাঁর অনুসারী।

দ্বিতীয় সংশয় :

বলা হয় যে, "আবু লাহাব এর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখলে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : আমার দাসী ছুউয়াইবা নাবী ﷺ এর জন্মের সুসংবাদ দিলে তাঁকে দুধ পানের জন্য আমি তাকে (দাসীকে) আযাদ করে দেই তাই প্রতি সোমবার জাহান্নামে আমার আযাব হালকা করে দেয়া হয় এবং আমার দু'আঙ্গুলের মাঝ হতে প্রবাহিত পানি পান করতে পাই।"

জবাব :

দাবী হল আবূ লাহাব একজন কাফির হওয়া সত্ত্বেও নাবী ﷺ এর জন্মের খবর পেয়ে তার দাসীকে মুক্তি করে দেয়াতে যদি উক্ত প্রতিদান পায়, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যদি নাবী ﷺ-এর জন্ম দিবস পালন করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বড় ধরণের প্রতিদান রয়েছে।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

প্রথম কথা হল : এ ঘটনাটি মুরসাল সূত্রে প্রমাণিত, যা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী যঈফ বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত এবং দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় কথা হল : বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আবূ লাহাব তার দাসীকে নাবী ﷺ-এর মদীনার হিজরতের প্রারম্ভে আযাদ করেন, যা নাবী ﷺ এর জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর।[৯] এটা প্রমাণ করে যে উক্ত ঘটনাটি সঠিক নয়।

তৃতীয় কথা হল : কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত প্রমান করছে যে, আবূ লাহাবের মত কাফিররা জাহান্নামী হবে এবং তাদের জাহান্নামের আযাব কোনরূপ কম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

"যারা কাফির তাদের জন্য হল জাহান্নামের আযাব, আর এ আযাব ভোগ কালে তাদের কোন মৃত্যুও হবে না এবং জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য হালকাও করা হবে না, এরূপই আমি প্রতিটি কাফিরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।"[১০]

আল্লাহ তা'আলার কথা হল কাফিরদের কোন আযাব হালকা করা হবে না, আর উক্ত ঘটনা প্রমাণ করে আবূ লাহাবের আযাব হালকা করা হবে, সুতরাং উক্ত ঘটনা মিথ্যা হওয়া বাকি থাকে না।

তৃতীয় সংশয় :

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে নাবী ﷺ-কে সোমবারের রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : "সোমবারে আমি জন্ম লাভ করেছি এবং সোমবারেই আমি নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছি।" ঈদে মীলাদুন্নাবীর দাবীদাররা বলেন যে, নাবী ﷺ নিজেই তাঁর জন্মদিনকে রোযা ইবাদাতের মাধ্যমে পালন করেছেন। তাই নাবী ﷺ-এর জন্মদিন পালন করা তাঁর সুন্নাত।

জবাব : এ অপব্যাখ্যার জবাবে আমরা বলতে চাই যে,

প্রথমতঃ নাবী ﷺ সেদিন রোযা রেখেছেন, তিনি ১২ই রবিউল আওয়ালকে জন্মদিন হিসেবে বলেননি এবং ঐ তারিখে ঐ উদ্দেশ্যে কোন রোযা রেখেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং যারা আজ ১২ই রবিউল আওয়ালকে নাবীর ﷺ জন্ম দিবস হিসেবে পালন করে এবং ঐ হাদীস এর দলীল পেশ করে, তার হয়

---

[৯] দ্রঃ তব্‌কাত লি ইবনে সা'দ ১/১০৮-১০৯ ও আল ইসাবাহ লি ইবনে হাজর- ৪/২৫৮।

[১০] সূরা ফাতির : ৩৬।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে অজ্ঞ অথবা হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী প্রবৃত্তির পূজারী ছাড়া কিছুই নন।

দ্বিতীয়তঃ নাবী ﷺ সোমবারের রোযা শুধু জন্মদিনের জন্য রাখেননি বরং আরো অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে রাখতেন, তিনি বলেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল সমূহ উপস্থাপন করা হয় তাই আমার পছন্দ হয় যে, আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল উপস্থাপন করা হোক।"[১১]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, নাবী ﷺ আরো অন্য কারণেও সোমবার রোযা রাখতেন।

তৃতীয়তঃ যারা নাবী ﷺ-এর সোমবার জন্ম দিবস হিসাবে রোযা রাখার দলীল দিয়ে তাদের কুমতলব হাসিল করতে চায়, তাদের বলতে চাই যে, নাবী ﷺ তাঁর জন্মদিন সোমবার রোযা রাখার মাধ্যমে পালন করেছেন? না খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-উল্লাস এবং অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে পালন করেছেন? উত্তর হল রোযা রাখার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে সুবিধাবাদী জিন্দাবাদেরা তাঁর বিপরীত। আরো প্রশ্ন হল নাবী ﷺ কি বৎসরে শুধু একটি দিন উদযাপন করেছেন না প্রতি সপ্তাহে? প্রশ্ন- সাহাবায়ে কিরাম কি রোযা রাখার মাধ্যমে নাবী ﷺ এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, না আনন্দ উল্লাস ও খাও-দাও ফুরতি কর এর মাধ্যমে? সুতরাং নাবী ﷺ এর সুন্নাত হল প্রতি সোমবারে রোযা রাখা, এটাই হল তাঁর জন্ম দিবসের উদযাপন। এটাই হল তাঁর তরীকা। তিনি বলেন :

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ–

"যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে সে আমার মধ্যে নয়।"[১২]

অতএব তথাকথিত মীলাদুন্নাবী উদযাপনকারীরা কার অনুসারী এবং কার ধর্মে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অপব্যাখ্যাকারীদের ভ্রান্ত সংশয়ে ভ্রুক্ষেপ না করে এখন কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্তে যাই।

---

[১১] সুনান আবূ দাউদ হা/২১০৫ (সহীহ)।

[১২] সহীহুল বুখারী হা/৫০৬৩, সহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই এ পূর্ণতার রূপ দান করেছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ নাবী-রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন, সাথে সাথে মানব জাতিকে রাসূলের দেয়া বিধিবিধান পালন করার আদেশও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।"[১৩]

অতএব রাসূল ﷺ আমাদেরকে তথাকথিত নব আবিস্কৃত ঈদে মীলাদুন্নাবী দিয়েছেন তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই পক্ষান্তরে তিনি ইবাদাতে নব আবিস্কারে কঠোর বাঁধা প্রদান করেছেন হেতু আমাদের ঐ সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা তাঁর (নাবীর) পথের বিরোধী তাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যে, তাদেরকে ফেতনায় পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের গ্রাস করবে।"[১৪]

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) আয়াতের তাফসীরে বলেন :

" أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته, فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله, فما وافق ذلك قبل, وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان"

অর্থাৎ হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, পথ ও মত, তরীকা-সুন্নাত ও তাঁর বিধি বিধানের বিরোধিতা করে। আর তাঁর কথা ও কাজই

[১৩] সূরা হাশর : ৭।
[১৪] সূরা নূর : ৬৩।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

হল অন্য কথা ও কাজের মাপকাঠি, যদি তাঁর কথা ও কাজে মিলে যায় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি বিপরীত হয় তাহলে তা যে এবং যাই হোক না কেন তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।[১৫]

হাদীসেও পরিস্কারভাবে এসছে, যেমন- সাহাবী ইরবায ইবনে সারিয়ার (রাঃ) প্রসিদ্ধ হাদীস নাবী ﷺ বলেন :

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

" তোমরা আমার এবং আমার পথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধর। নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে সতর্ক থাক কেননা সকল বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।"[১৬]

নাবী ! ﷺ আরো বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৭]

নাবী ﷺ-এর এ হাদীসই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তথাকথিত ঈদে মীলাদুন্নাবী তাঁর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা উদ্ভাবিত অতএব তা ভ্রান্ত ও গুমরাহ বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত। এ হল কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত, অনুরূপ সাহাবী তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ী ও প্রসিদ্ধ ইমামগণ- আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুমুল্লাহ) সকলই এ ধরণের কোন মীলাদ মাহফিলের আয়োজন তো করেননি এমন কি তাদের হতে এর কোন অনুমতি ও সম্মতিও পাওয়া যায় না বরং তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, কথা ও কাজই প্রমাণ করে যে, ইহা একটি ভ্রান্ত বিদ'আত যা অবশ্যই বর্জনীয়। এটাই হলো প্রকৃত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মত।[১৮]

---

[১৫] তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৩০৭।

[১৬] আবূ দাউদ হা/৪৬০৯, তিরমিযী হা/২৬৭৬ (সহীহ)।

[১৭] সহীহুল বুখারী হা/২৬৯৭ ও সহীহ মুসলিম হা/৪৫৮৯।

[১৮] দ্রঃ আল আ'ইয়াদ ওয়া আসারুহা আলাল মুসলিমিন- ৩৩৩-৩৪৩ পৃঃ ও আল ইরশাদ ইলা সহীহীল ই'তিকাদ- ৩৩২-৩৩৫ পৃঃ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

জগতবিখ্যাত ইসলামী মনীষী খাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন :

"وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد ... فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف و لم يفعلوها"

"ইবাদাতের শরীয়ত সম্মত মৌসুম ব্যতীত অন্য মৌসুম নির্ধারণ করা যেমন রবিউল আউয়াল মাসের কতক রাতকে মীলাদুন্নাবী'র রাত মনে করা ইত্যাদি সবই বর্জনীয় বিদআত যা কখনও সালাফগণ (সাহাবী ও তাবেয়ী এবং তাদের পূর্ণ অনুসারীগণ) পছন্দ করেননি এবং কখনও পালন করেননি।"[১৯]

আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রহ.) বলেন :

"عند ما سُئِل عن الاحتفال بالمولد، قال : لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله من أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون..."

আল্লামা তাজুদ্দীন (রহ.)-কে মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন : "আমার জানা মতে- কুরআন ও সুন্নাহয় মীলাদ মাহফিলের কোন ভিত্তি নেই এবং দীনী বিষয়ে অনুসরণীয় ইমাম যারা পূর্ববর্তীদের (সাহাবী ও তাবেঈদের) অনুসরণ করেন তাদের হতেও মীদাল মাহফিলের কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব এটা একটি স্পষ্ট বিদআত যা বাতিল সম্প্রদায় আবিস্কার করেছে।"[২০]

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বিশ্ব বরেণ্য আলিম আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহ.) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন :

«لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ، ولا غيره ، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ، لأن الرسول ﷺ لم يفعله ، ولا خلفاؤه الراشدون ، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون

[১৯] মাজমু ফাতাওয়া- ২৫ খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ।
[২০] আল মাওরিদ ফি আমালি আল মাওলিদ, ২০-২২ পৃঃ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً لرسول الله – صـــلى الله عليـــه وسلم»

"মীলাদুন্নাবী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা জায়েয নয়, কারণ এ সবই ইসলামে নব উদ্ভাবিত বিদ'আত যা রাসূল ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী উত্তম যুগ সমূহের কেউ করেননি অথচ তারাই রাসূল ﷺ-এর আদর্শের ব্যাপারে অধিক জানতেন এবং তাঁর অধিক প্রেমিক ছিলেন। নাবী ﷺ বলেন : "যে আমাদের দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম) ইত্যাদি। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল উপস্থাপন করেন, যা সবই প্রমাণ করে যে, ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন একটি বর্জনীয় বিদআত।[২১]

[২১] দ্রঃ আল বিদা' ওয়াল মুহদাসাত ওয়া মা লা আসলা লাহু- ৬১৯-৬২৬ পৃঃ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

Goto List >

উপসংহার

উপসংহারে বলতে চাই, হে মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! জেনে রাখুন মানুষ পূণ্যের কাজ করতে গিয়ে যদি পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, হিদায়াতে চলতে গিয়ে যদি গুমরাহ হয়ে যায় এবং জান্নাতী হতে গিয়ে যদি জাহান্নামী হয়ে যায়। তাহলে বিষয়টির গুরুত্ব কত বড় একটু চিন্তা করুন! প্রথমেই বলে ছিলাম মানুষ আজ যাকজমক ও চাকচিক্যের পাগল, তাই তার সামনে কোন কাজ চমকপ্রদ করে তুলে ধরলে সে মনে করে এটাই ঠিক। বস্তুতঃ তা নয় বরং এটা এক শয়তানী কৌশল, মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের প্রতিজ্ঞা হল- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

"সে বলে হে রব! যে অপরাধের কারণে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আমি অবশ্যই আদম সন্তানের জন্য পৃথিবীতে সেটাকে চাকচিক্য করে তুলব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট বা গুমরাহ করে ফেলব।" (সূরা আল হিজর : ৩৯)

অতএব আল্লাহভীরু চিন্তাশীল মুসলিম ব্যক্তির কাছে আর অস্পষ্ট থাকতে পারে না যে, প্রচলিত তথাকথিত ঈদে মীলাদুন্নাবী বা নাবী জন্ম দিবসের উৎসব চাই ১২ই রবিউল আওয়ালে হোক বা অন্য কোন দিনে হোক এটা ইসলামের কোন ইবাদাত নয়, কারণ তা কুরআন ও হাদীস বহির্ভূত এক তামাসা। যা রাসূল ﷺ বা কোন সাহাবী, তাবেয়ী এমনকি প্রসিদ্ধ ইমামগণও করেননি এবং সম্মতিও দেননি। রবং এ জাতীয় নব উদ্ভাবিত কর্মকাণ্ড হতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন ফলে তা বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত এক ভ্রান্ত বিদআত, অতএব একজন মুসলিমের "ঈদে মীলাদুন্নাবী"-এর পরিচয় জানার পর এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণের অসারতা ও সংশয় নিরসনের পর কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ সব ভ্রান্ত ও গুমরাহী বিদআত হতে বিরত থাকা অপরিহার্য এবং মানুষকে তাথেকে বিরত রাখার দাওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নাবী ﷺ এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে জান্নতী হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণহীন নব উদ্ভাবিত বিদআত হতে বিরত থাকার মাধ্যমে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন আমীন! সুম্মা আমীন!! (আল্লাহু তা'আলা আ'লাম)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

www.downloadbdbooks.blogspot.com